দৈনিক

19 FEB 2017

শিক্ষকবিহীন চাঁদপুর মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট

এম এ লতিফ, চাঁদপুর ॥

চাঁদপুর মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটের বয়স ৮ বছর পার হলেও এখনো অনুমোদিত শূন্য পদে নিয়োগ দেয়নি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। ফলে বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটের পাঠদান চলছে সংযুক্তির শিক্ষক দিয়ে। এ কারণে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। তারা যথাসময়ে সিলেবাস সম্পন্ন করতে পারছে না। যদিও প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান জানিয়েছেন, কষ্ট হলেও শিক্ষার্থীদের বিষয়টি মাথায় রেখে তারা কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করছেন। তবে অনুমোদিত সকল পদে জনবল নিয়োগ জরুরি বলে তিনি মনে করেন।

ইন্সটিটিউট সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালে চাঁদপুর মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২৮টি পদে জনবল নিয়েগের অনুমোদন দেয়। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। যদিও ইতোমধ্যে চাঁদপুর মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্টরা জোড়াতালি দিয়ে পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে ৪টি ব্যাচের কোর্স সম্পন্ন করেছেন। প্রতিটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের চার বছরে ৮টি সেমিস্টারে ৫৪টি বিষয়ে পাঠ দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। সূত্র আরও জানায়, ওই ইন্সটিটিউটে সরকার অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৪০টি। এসএসসি পাসের পর প্রতিটি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও শিক্ষক সংকটে পাঠদান ব্যাহত হওয়ায় ভর্তির কিছুদিন পরেই কিছু শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তবে বর্তমানে সকল সেমিস্টারে মোট ১৩৩ শিক্ষার্থী ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অধ্যয়নরত। অথচ ২৮টি পদের সবগুলো শূন্য থাকায় সংযুক্তির ৬ জন শিক্ষক (মৎস্য বিভাগের বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তা) দিয়ে নামকাওয়াস্তে চলছে এর কার্যক্রম।

২৮ পদের সবই শূন্য

ইন্সটিটিউটের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা জানায়, শিক্ষকরা আন্তরিক হলেও নিয়মিত ও পর্যাপ্ত শিক্ষক সংকটে সিলেবাস শেষ করতে হিমশিম খেতে হয়। বাধ্য হয়েই অনেক সময় বন্ধের দিনগুলোতেও ক্লাস করতে হচ্ছে। অনেক সময় নিজেদর উদ্যোগেই সিলেবাস শেষ করতে হয়।

সংযুক্তিতে কর্তব্যরত শিক্ষিকা ফারহানা তাসলিমা ও মনোয়ারা বেগম বলেন, অনেকগুলো বিষয় মাত্র ছয়জন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান চালিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর। এর পরও আমরা